রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, ডিসেম্বর ২৪, ২০১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

আদেশ

তারিখঃ ০৫ পৌষ ১৪১৯ বঙ্গাব্দ/১৯ ডিসেম্বর ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

এস,আর,ও নং ৪১১-আইন/২০১২।—Imports and Exports (Control) Act, 1950 (Act. XXXIX of 1950) এর section 3(1) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ আদেশ জারি করিল, যথা:—

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ, মেয়াদ, ইত্যাদি।**—(১) এই আদেশ আমদানি নীতি আদেশ, ২০১২-২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ভিন্নরূপ উল্লিখিত না হইলে ইহা বাংলাদেশে সকল প্রকার পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে এবং ২০১৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত বলবৎ থাকিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ তারিখ অতিক্রান্ত হইবার পর নূতন আমদানি নীতি আদেশ জারি না হওয়া পর্যন্ত ইহার কার্যকারিতা অব্যাহত থাকিবে।

(৪) এই আদেশে যাহা কিছু থাকুক না কেন, সময়ে সময়ে অর্থ আইন বা অন্য কোন আইনের অধীনে প্রজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি বা আদেশে আমদানি সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট কোন বিধান জারি করা হইলে উক্ত বিধান, এই আদেশের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, এই আদেশের উপর প্রাধান্য পাইবে।

মূল্য : টাকা ১০৪.০০

(২২) খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুতে ব্যবহার্য কাঁচামালসমূহের মধ্যে যেইগুলি নির্দিষ্ট মেয়াদ ব্যবহার অনুপযোগী হইয়া পড়ে সেই সকল পণ্য আমদানির ক্ষেত্রেও উৎপাদন ও মেয়াদ উত্তী তারিখ পাত্র বা কন্টেইনার বা মোড়কের গায়ে লিখিত বা মুদ্রিত থাকিতে হইবে।

(২৩) আমদানিকৃত সকল খাদ্যদ্রব্য (সরাসরি খাওয়া/পান করা যায় বা প্রক্রিয়াকরণের খাদ্য বা পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়) আমদানির ক্ষেত্রে উৎস নির্বিশেষে এইরূপ খাদ্যদ্রব্য অনুসারে কোন বয়সের মানুষের খাওয়ার উপযোগী তাহা উল্লেখসহ "মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতি নয়", "ক্ষতিকর কোন দ্রব্য মিশ্রিত নাই" এবং "সর্বপ্রকার জীবানুমুক্ত" মর্মে রপ্তানিকারক দে সরকার বা সরকার অনুমোদিত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র শিপিং ডকুমেন্টের সহিত অব সংযোজন করিতে হইবে।

(২৪) বাংলাদেশে খাদ্যদ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে আমদানিকারক উক্ত খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে অনু ২৬ এর উপ-অনুচ্ছেদ (২৮) এ প্রদত্ত অন্তর্ভুক্ত খাদ্যদ্রব্যেও প্রয়োজনীয় সকল তথ্য বাংলা স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইন্সষ্টিটিউশন (বিএসটিআই) এর নির্ধারিত ফরমে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড টেস্টিং ইন্সষ্টিটিউশন (বিএসটিআই) এর নিকট এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজনীয় তথ বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) এ সরবরাহ করিবেন।

(২৫) খাদ্যদ্রব্য বাংলাদেশে পৌঁছিলে শুল্ক কর্তৃপক্ষ উক্ত খাদ্যদ্রব্য ছাড় করিবার খাদ্যদ্রব্যের নমুনা বিএসটিআই বা বিসিএসআইআর এর নিকট সরবরাহ করিবেন এবং বিএসটি বা বিসিএসআইআর এর পরীক্ষায় খাদ্যদ্রব্য মান সম্পন্ন না হইলে শুল্ক কর্তৃপক্ষ আমদানিকার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২৬) বিএসটিআই নির্ধারিত খাদ্যমানের চাইতে নিম্নমানের খাদ্যদ্রব্য আমদানি হইলে আমদানিকারকের নিজ খরচে রপ্তানি উৎস দেশে বা তৃতীয় কোন দেশে ফেরৎ পাঠাইতে হই খাদ্যদ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে ঋণপত্রে উক্তরূপ শর্ত সংযোজন করিতে হইবে।

(২৭) সরকারি ত্রাণসামগ্রী হিসাবে খাদ্যদ্রব্য আমদানি করা হইলে খাদ্য মন্ত্রণালয় ক পরিচালিত ল্যাবটেস্ট পরীক্ষায় মানুষের খাওয়ার উপযোগি প্রাপ্তি সাপেক্ষে খালাস করা যাই এইক্ষেত্রে এই আদেশের অনুচ্ছেদ ১৬(৩)(ঙ) শর্ত শিথিলযোগ্য হইবে।

(২৮) মানুষের খাদ্য হিসাবে জিএমও (GMO-Genetically Modified Organis এলএমও (LMO-Living Modified Organism) আমদানির ক্ষেত্রে Bangladesh Biosa Guidelines অনুসরণ করিতে হইবে।

১৭। **মৎস্য খাদ্য, হাঁস-মুরগীর খাদ্য ও পশুর খাদ্য আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অতি শর্তাদি।**—(১) মৎস্য খাদ্য, হাঁস-মুরগীর খাদ্য ও পশুর খাদ্য আমদানির ক্ষেত্রে রপ্তানিকারক দে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষণ সম্পর্কিত প্রতিবেদন এবং উক্ত খাদ্যদ্রব্য মৎস হাঁস-মুরগী বা পশুর খাওয়ার উপযোগী মর্মে প্রত্যয়নপত্র শিপিং ডকুমেন্টস এর বাধ্যতামূলকভাবে থাকিতে হইবে এবং উক্ত প্রতিবেদনে তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষায় আমদানিতব্য জাহাজীকরণ অবস্থায় প্রতি কিলোগ্রামে সিজিয়াম-১৩৭ এর মাত্রা কি পরিমাণ পাওয়া গিয়াছে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকিতে হইবে।

(২) (ক) আমদানিকৃত মৎস্য খাদ্য ক্লোরোমফেনিকল ও নাইট্রেফিউরানসহ ক্ষতিকর ঔষধ, হরমোন ও স্টেরয়েড মুক্ত থাকিতে হইবে;

(খ) হাঁস মুরগী ও পশুর খাদ্য আমদানির ক্ষেত্রে প্যাকেট এর গায়ে উপাদানসমূহ উল্লেখ থাকিতে হইবে এবং উক্ত খাদ্য ক্লোরামফেনিকল, নাইট্রোফুরান ও এন্টিবায়োটিক এবং মেলামাইন মুক্ত বলে উল্লেখ থাকিতে হইবে ও Genetically Modified Organism নাই মর্মে রপ্তানিকারক দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে। এই সকল খাদ্য বন্দরে পৌঁছার সাথে সাথে নাইট্রোফুরান ও এন্টি বায়োটিক পরীক্ষা করাইতে হইবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত প্রতিবেদন অনুযায়ী আমদানিতব্য দ্রব্যের তেজস্ক্রিয়তা গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে থাকিলেই শুধু তাহা ছাড় করা যাইবে, অন্যথায় সরবরাহকারী নিজ ব্যয়ে উক্ত চালান ফেরত নিতে বাধ্য থাকিবে।

(৪) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতিক্রমে Meat ও Bone Meal আমদানি করা যাইবে এবং উক্ত আমদানির ক্ষেত্রে উৎস ও প্রাণীর নাম উল্লেখ করিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, শুকরের Meat ও Bone Meal আমদানি করা যাইবে না এবং আমদানিকারককে রপ্তানিকারী দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হইতে নিম্নলিখিত প্রত্যয়নপত্র পণ্য খালাসের সময় শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে, যথা:—

(ক) আমদানিকৃত পণ্যটি ক্ষতিকারক এন্টিবায়োটিকসহ ক্লোরামফেনিকল ও নাইট্রোফিউরানমুক্ত;

(খ) আমদানিকৃত পণ্যটি শুকরের বাই প্রোডাক্ট (By Product) মুক্ত;

(গ) আমদানিকৃত পণ্যটি ম্যালামাইনমুক্ত।

(৫) অন্যান্য প্রাণীর উৎস হইতে উৎপাদিত Meat ও Bone Meal আমদানির ক্ষেত্রে রপ্তানিকারক দেশ Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE), Transmissible Spongiform Encephalopathy (TSE), এ্যানথ্রাক্স ও টিবিমুক্ত এই মর্মে রপ্তানিকারক দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সনদপত্র থাকিতে হইবে।

(৬) পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত শিল্পে ব্যবহারের নিমিত্ত রেজিস্টার্ড ভ্যাকসিন ও ডায়গনস্টিক কিটস মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অনুমতিক্রমে আমদানিযোগ্য হইবে।

(৭) হাঁস-মুরগী ও পাখি আমদানির ক্ষেত্রে Avian Influenza মুক্ত মর্মে রপ্তানিকারক দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সনদপত্র শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(৮) মৎস্য বা হাঁস-মুরগী বা পশুখাদ্য আমদানির জন্য ঋণপত্র খোলার সময় এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তগুলি ঋণপত্রে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৯) মৎস্য বা হাঁস-মুরগী বা পশুর খাদ্য আমদানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বন্দরে পৌঁছার পর তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা পুনরায় পরীক্ষা করার প্রয়োজন হইবে না।

১০) টিন জাতীয় মোড়কে আমদানিকৃত মাছের ক্ষেত্রে (Canned Fish) মোড়কে পণ্য [illegible]ত ও মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ এবং প্রকৃত ওজন (নেট ওয়েট) বাংলা বা ইং সুস্পষ্টভাবে এমবুস অথবা অমোচনীয় কালি দ্বারা কম্পিউটারাইজড প্রিন্টিং করা থাকিতে হইে পৃথকভাবে লেবেল ছাপাইয়া মোড়কের গায়ে লাগানো যাইবে না।

(১১) মাছ আমদানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারক দেশের সরকার বা সরকার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক মাছে ফরমালিন নাই মর্মে সনদপত্র শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হ

(১২) আমদানিকৃত মাছে ফরমালিন ব্যবহার করা হইয়াছে কিনা তাহা সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশের প্রবেশ বন্দরে (Port of Entry) পরীক্ষা করাইতে হইবে এবং ফর নাই মর্মে প্রত্যয়ন সাপেক্ষে খালাসযোগ্য হইবে।

(১৩) গরু, ছাগল ও মুরগীর মাংস ও মানুষের খাওয়ার উপযোগী অন্যান্য পশুর আমদানির ক্ষেত্রে মোড়কের গায়ে রপ্তানিকারক দেশের মাংস উৎপাদনের তারিখ ও মেয়াদো তারিখ এমবুস বা প্রিন্টেড থাকিতে হইবে এবং উহাতে সংরক্ষণের পদ্ধতি উল্লেখ করিতে হইবে পৃথকভাবে লেবেল ছাপাইয়া মোড়কের গায়ে লাগানো যাইবে না।

(১৪) আমদানিকৃত পণ্য Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) এবং A influenza মুক্ত মর্মে রপ্তানিকারক দেশের যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সনদপত্র থাকিতে হইবে।

(১৫) ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ হইতে মাংস আমদানির ক্ষেত্রে "ম্যাড কাউ ডি মুক্ত" মর্মে রপ্তানিকারক দেশের যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হইতে প্রত্যয়নপত্র শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট দ করিতে হইবে।

(১৬) আমেরিকা ও ইউরোপসহ অন্যান্য দেশ হইতে বোনমিল, মিটমিল ও মিট বোনমিলের দ্বারা প্রস্তুতকৃত প্রোটিন কনসেনট্রেট আমদানির ক্ষেত্রে রপ্তানিকারক দেশের ভেটেরি কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে "উৎপাদিত পণ্য কোনভাবেই Transmissible Spongifo Encephalopathy দ্বারা সংক্রমিত নহে" মর্মে প্রত্যয়নপত্র এবং আমদানিকারককে রপ্তানিব দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হইতে নিম্নলিখিত প্রত্যয়নপত্র শিপিং ডকুমেন্টস এর সাথে অবশ্যই দা করিতে হইবে, যথা:—

(ক) আমদানিকৃত পণ্যটি ক্ষতিকারক এন্টিবায়োটিক ক্লোরামফেনিকল ও নাইট্রোফিউ মুক্ত;

(খ) আমদানিকৃত পণ্যটি শুকরের বাই প্রোডাক্ট (By Product) মুক্ত;

(গ) আমদানিকৃত পণ্যটি ম্যালামাইন মুক্ত; এবং

(ঘ) আমদানিকৃত পণ্যটি এ্যানথ্রাক্স ও টিবিমুক্ত।

১৮। **শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আটককৃত মালামাল খালাস**।- (১) শুল্ক কর্তৃপক্ষ আমদানিকৃত কো পণ্যের চালান আটক করিলে, সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক চালানটি খালাসের জন্য শুল্ক কর্তৃপক্ষের বরাব প্রয়োজনীয় নির্দেশদানের অনুরোধ জানাইয়া প্রধান নিয়ন্ত্রকের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন; ত শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লিখিতভাবে আপত্তি জানাইবার ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে এইরূপ আবেদনপ প্রধান নিয়ন্ত্রকের নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং বিশেষ কোন কারণ না থাকিলে উক্ত সময়সীমা পরে দাখিলকৃত কোন আবেদনপত্র বিবেচনা করা হইবে না।

পণ্য আমদানির লক্ষ্যে প্রযোজ্য বিধানাবলী

[illegible] **বিস্ফোরক আমদানি।**—(১) (ক) বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রধান [illegible] পরিদর্শকের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে এইচ, এস হেডিং নম্বর ২৯.০৪ এর বিপরীতে [illegible]যোগ্য ট্রাইনাইট্রোটলুইন, এইচ এস হেডিং নম্বর ৩৬.০১ হইতে ৩৬.০৪ এর বিপরীতে [illegible]যোগ্য বিস্ফোরকসহ কোন প্রকার বিস্ফোরকদ্রব্য আমদানি করিবার অনুমতি দেওয়া [illegible] না।

(খ) **প্রজ্বলনীয় কঠিন পদার্থ, জারক পদার্থ, বিষাক্ত পদার্থ:** প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক এর [illegible] ব্যতিরেকে এইচ এস হেডিং নম্বর ২৫.০৩ ও ২৮.০২ এর বিপরীতে শ্রেণী বিন্যাসযোগ্য [illegible], এইচ এস হেডিং নম্বর ২৮.০৪ এর বিপরীতে শ্রেণীবিন্যাসযোগ্য ফসফরাস, এইচ এস [illegible] নম্বর ২৮.২৯ এর বিপরীতে শ্রেণীবিন্যাসযোগ্য পটাশিয়াম ক্লোরেট, এইচ এস হেডিং নম্বর [illegible] এর বিপরীতে শ্রেণীবিন্যাসযোগ্য পটাশিয়াম নাইট্রেট, বেরিয়াম নাইট্রেট, সোডিয়াম নাইট্রেট, [illegible] নাইট্রেট, এইচ এস হেডিং নম্বর ২৮.০৫ এর বিপরীতে শ্রেণীবিন্যাসযোগ্য এ্যালুমিনিয়াম [illegible], এইচ এস হেডিং নম্বর ২৮.৩০ এর বিপরীতে শ্রেণীবিন্যাসযোগ্য আর্সেনিক সালফাইড [illegible] ক্যালসিয়াম কার্বাইডসহ কোন প্রকার প্রজ্বলনীয় কঠিন পদার্থ, জারক পদার্থ, বিষাক্ত পদার্থ আমদানি করার অনুমতি দেওয়া হইবে না।

(২) টিসিবি এর মাধ্যম ছাড়া অন্য কাহাকেও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিস্ফোরক পদার্থ আমদানি [illegible] অনুমতি দেওয়া হইবে না।

(৩) টিসিবি কর্তৃক আমদানিকৃত বিস্ফোরক পদার্থ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অবগত করাইয়া, প্রকৃত [illegible]কারীর নিকট বিক্রয় করা যাইবে।

(৪) সরকার কর্তৃক স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ, প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের পূর্বানুমতি [illegible], উহাদের রেজিস্ট্রীকৃত স্বত্ব পর্যন্ত ঐ জাতীয় বিস্ফোরকসামগ্রী আমদানি করিতে পারিবে, তবে [illegible] শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুচ্ছেদ ২৩ এর আওতায় আমদানি স্বত্ব বা অংকের অতিরিক্ত [illegible]দ্রব্য আমদানি করা যাইবে না।

(৫) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, ছাড়পত্র প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে, আমদানিতব্য পটাশিয়াম [illegible]টের পরিমাণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(৬) শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানি স্বত্বের বিপরীতে আমদানিকৃত বিস্ফোরক পদার্থ শুধু [illegible] কারখানায় উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হইবে এবং উহা বিক্রয়, স্থানান্তর অথবা অন্য কোনভাবে [illegible] করা যাইবে না।

(৭) **তেজস্ক্রিয় পদার্থ**—এইচ,এস, হেডিং নম্বর ২৮.৩৪ এর বিপরীতে শ্রেণীবিন্যাসযোগ্য [illegible] নাইট্রেট, এইচ,এস, হেডিং নম্বর ২৮.৪৪ হইতে ২৮.৪৬ এর বিপরীতে শ্রেণীবিন্যাসযোগ্য [illegible]স্ক্রিয় রাসায়নিক দ্রব্য ও আইসোটোপসহ সকল পণ্য, এইচ এস হেডিং নম্বর ৯০.২২ এর এইচ [illegible] কোড নম্বর ৯০২২.১৯.০০, ৯০২২.২১.০০ ও ৯০২২.২৯.০০ এর বিপরীতে শ্রেণীবিন্যাসযোগ্য [illegible] রে যন্ত্রসহ আয়নায়ণকারী বিকিরণ উৎপাদনক্ষম সকল যন্ত্র, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য।